বিভ্রান্ত কি ছাত্রসমাজ ছিল না উপাচার্য?

সাহিদা ইয়াসমিন

অবশেষে বিতাড়িত হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং প্রক্টর। তবে যাওয়ার আগে কলঙ্কিত করে গেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মদদে যে পুলিশি হামলা, ছাত্রী নির্যাতন, লাঞ্ছনা চালানো হয় গভীর রাতে- সারাদেশের বিবেকবান মানুষ এর জন্য লজ্জিত, ক্ষুব্ধ। বিভিন্নভাবে এবং ভাষায় সকল মহল থেকে এর প্রতিবাদ হয়েছে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের প্রতিবাদ যেন গভীর অন্ধকারে আলোর শিখা। ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদের এমন দ্রোহ আশান্বিত করে আমাদের যে, আমাদের ছাত্রসমাজ এখনও ফুরিয়ে যায়নি, শেষ হয়ে যায়নি। অন্যায়ের প্রতিবাদ, অপরাধের প্রতিরোধে ছাত্রসমাজ জ্বলে উঠতে পারে এখনও। যদিও দীর্ঘদিন ধরে সকল সামাজিক অনাচারের দায়ভার ছাত্রসমাজের ওপর চাপিয়ে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পাঁয়তারা করে শাসক মহল আটঘাট বেঁধে নেমেছিল। ছাত্র রাজনীতি ছাত্রদের একটি সম্মিলিত প্লাটফর্ম, যেখান থেকে ছাত্ররা নিজেদের অধিকার এবং কর্তব্য সচেতন হয়ে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে- এটাই তো স্বাভাবিক।

অবশেষে বিতাড়িত হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং প্রক্টর। তবে যাওয়ার আগে কলঙ্কিত করে গেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মদদে যে পুলিশি হামলা, ছাত্রী নির্যাতন, লাঞ্ছনা চালানো হয় গভীর রাতে; সারাদেশের বিবেকবান মানুষ এর জন্য লজ্জিত, ক্ষুব্ধ। বিভিন্নভাবে এবং ভাষায় সকল মহল থেকে এর প্রতিবাদ হয়েছে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের প্রতিবাদ যেন গভীর অন্ধকারে আলোর শিখা। ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদের এমন দ্রোহ আশান্বিত করে আমাদের যে, আমাদের ছাত্রসমাজ এখনও ফুরিয়ে যায়নি, শেষ হয়ে যায়নি। অন্যায়ের প্রতিবাদ, অপরাধের প্রতিরোধে ছাত্রসমাজ জ্বলে উঠতে পারে এখনও। যদিও দীর্ঘদিন ধরে সকল সামাজিক অনাচারের দায়ভার ছাত্রসমাজের ওপর চাপিয়ে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পাঁয়তারা করে শাসক মহল আটঘাট বেঁধে নেমেছিল। ছাত্র রাজনীতি ছাত্রদের একটি সম্মিলিত প্লাটফর্ম, যেখান থেকে ছাত্ররা নিজেদের অধিকার এবং কর্তব্য সচেতন হয়ে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে- এটাই তো স্বাভাবিক।

ছাত্রী হলে পুলিশি হামলার পর সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছে তা অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের জন্য অ্যালার্মিং। এমন বিদ্রোহ আর ঘৃণার আগুনের মুখোমুখি হবে- এই সাহস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আর সরকারের কোথায়? পুলিশ-বিডিআরের লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে অবজ্ঞা করে রাত-দিনের বিভেদ যারা ভুলে যায় তারা বিভ্রান্ত নয়, তারা অবশ্যই কমিটেড। বিভ্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। শুধু বিভ্রান্ত নয় সন্ত্রস্তও। তাই তো ক্ষমতার সর্বশেষ নিদর্শন হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে নিজের চেয়ারের নিরাপত্তা স্থিত করা, যে চেয়ারটিকে রাতের অন্ধকারে এসে আঁকড়ে ধরেছিলেন। আমার প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য মিথ্যা কথা বলছেন- এটা ভাবতে কষ্ট হয়। অথচ ২৩শে জুলাই ছাত্রী হলে হামলার পর থেকে ক্রমাগত অসত্য ভাষণ দিয়ে চলেছেন। ছাত্রী হলে গভীর রাতে পুরুষ পুলিশি নির্যাতন, অকথ্য ভাষায় গালাগাল, সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ছাত্রীদের সঙ্গে অষ্টম শ্রেণী পাস পুলিশের পতিতাসুলভ আচরণ মিডিয়ার বদৌলতে সারাদেশের সকলে অবগত হলেও কি এক আশ্চর্য শঠতায় উপাচার্য, ছিল অনবহিত। কোন ছাত্রী নাকি তাকে পুরুষ পুলিশ প্রবেশ এবং নির্যাতনের ব্যাপারে অভিযোগ করেনি। আর তাই তিনি ক্রমাগত অস্বীকার করে চলেছেন মেয়ে হলে পুরুষ পুলিশ ঢোকেনি। নির্যাতনের তো প্রশ্নই আসে না! উপাচার্যের অজ্ঞাতেও যদি মেয়ে হলে পুলিশি হামলা হয় তাহলে তারই তো সর্বাগ্রে হেন অপরাধীর বিচারের ব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার কথা। সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে ছাত্রী এবং ছাত্রীদের অভিভাবকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী হওয়া উচিত ছাত্রীদের যথাযথ নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থতার ছিল। অবশ্য গ্লানি নামক শব্দটির সঙ্গে পরিচয় নেই বলেই গলাধাক্কা না খাওয়া পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে দখল করা চেয়ারটি তিনি কিছুতেই ছাড়তে চাননি। সংবাদ মাধ্যমগুলো যখন বলছে, এমন বিদ্রোহ কখনও কেউ দেখেনি। উপাচার্য তখনও বলছেন, বড় ধরনের কিছু আমি দেখিনি। এটা বিভ্রান্তদের আন্দোলন, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নয়। অল্পসংখ্যক সাধারণ বিভ্রান্ত ছাত্রছাত্রী থাকলেও অধিকাংশ বহিরাগত সন্ত্রাসী, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, এমনকি গার্মেন্টস কর্মীও রয়েছে। গত ৬ দিন ধরে ক্রমাগত আন্দোলনে যে দৃঢ়তা, যে ঘৃণা প্রশাসনের প্রতি ছাত্রছাত্রীরা প্রদর্শন করেছে, সেখানে কোন বিশৃঙ্খলা কিংবা কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রদর্শন ঘটেনি- যাকে সন্ত্রাসী বা গার্মেন্টস কর্মীদের আন্দোলন বলে তুড়ি [illegible]ত পারে প্রশাসন। পুলিশ-[illegible]বিকেড পেরিয়ে সন্ত্রাসীরা, গার্মেন্টস কর্মীরা কিংবা স্কুল-কলেজ পড়ুয়ারা সেখানে প্রবেশ করবে- এটাকে বিকৃত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রলাপ ছাড়া আর কিছু মনে করার অবকাশ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কর্তৃপক্ষ প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করায় কেন? দশজন ছাত্রছাত্রীর প্রতিবাদও প্রতিবাদ- এভাবেই মূল্যায়ন করা উচিৎ ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট চলাকালে ২৫শে জুলাই একজন ছাত্র একটি চিরকুটে কিছু কথা লিখে এক কর্তব্যরত ফটো সাংবাদিকের পকেটে ঢুকিয়ে দেয়— 'We want to say our V.C and Proctor that this is not 71 sir, this is 2002, if you think that this is 71, it is a great mistake for you, your administration and your team., এ কথাগুলো কি কোন সংবাদ বহন করে না, প্রকাশ করে না কোন ক্ষোভ বা দ্রোহের? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ '৭১-এর ২৫শে মার্চের কালো রাতের পুনরাবৃত্তি ঘটাল ছাত্রী হলে। তা সম্ভব হলো- কারণ ক্ষমতার ভাগাড়ে পরাজিত পুরনো শকুনদের আজ শক্তপোক্ত অবস্থান। সত্য যে, সময়ের নিকেশে '৭১কে ফেলে এসেছি অনেক পেছনে, কিন্তু আমরা তো সামনে না হেঁটে হেঁটে চলেছি পেছনের দিকে; তাই তো ৩১ বছরের ব্যবধানে ছুঁড়ে ফেলা চেতনাকে, বিশ্বাসকে আবারও আঁকড়ে ধরার মহড়া সম্পন্ন হচ্ছে সর্বত্র। নইলে এত রক্তপাত, এত জীবননাশ, এত সম্ভ্রমহানি ভুলে কি করে এ জাতি! কি করে পুরনো শকুনেরা আজ ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত। '৭১-এ যারা কলাকৌশল ও সহায়তাকারী ছিল পাক সেনাদের- শাসকদের, ২০০২-এ এসে এরাই আবার জাতীয়তাবাদী শক্তির কৌশল ও সহায়তাকারী হিসেবে ছাত্রী হলে পুলিশ ঢুকিয়ে নির্যাতন করাল। উল্লেখ্য, যে জাতীয়তাবাদী প্রশাসন আজ ছাত্রী হলে মেয়েদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের ন্যক্কারজনক ইতিহাস সৃষ্টি করল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই জাতীয়তাবাদী দলের ছাত্র ক্যাডাররাই ১৯৮৯ সালে ছাত্রী মিছিলে হামলার মতো জঘন্য ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছিল। এ '৭১-এর, '৮৯-এর এবং ২০০২-এর দুর্বৃত্তরা ভিন্ন লেবাসে একই প্রেতাত্মা। জাতি '৭১-এর সমুচিত জবাব দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল; কিন্তু সেই ইতিহাসকে, সেই অর্জনকে ধরে রাখা যায়নি। ১৯৮৯-এ ছাত্রী মিছিলে হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল, যেমন আজও ২০০২-এ পুলিশি হামলার তদন্ত কমিটি হলো। সেদিনকার জাতীয়তাবাদী উপাচার্য আজকের জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী জনাব মনিরুজ্জামান মিঞাদের যোগসাজশে তদন্ত কমিটি আলোর মুখ দেখেনি, বিচার হয়নি প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্রী মিছিলে হামলাকারীদের। আজকের ঘটনার তদন্ত কমিশন নিরপেক্ষ তদন্তশেষে দোষীদের শাস্তি বিধান করবে- আজকের জাতীয়তাবাদী উপাচার্যের সময়কালে এমন আশা একজন ভুক্তভোগী ছাত্রী (১৯৮৯) হিসেবে আমি করি না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃঢ়চেতা ছাত্রছাত্রীরা যদি আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারে, আন্দোলনের কঠিন কঠোরতায় অন্যায়কারী-অপরাধকারীর সমুচিত জবাব দিতে পারে তবে আমরা '৭১-এর অহঙ্কার ফিরে পাব। ১৯৮৯-এর ক্ষোভ ভুলে যাব, অপমান মুছে ফেলব। কারণ এগুলো সবই একই অপরাধীদের অপরাধের পুনরাবৃত্তি। আমাদের আজকের প্রজন্ম যদি '৮৯-এর মতো পিছু হটে তবে আগামী প্রজন্মের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় আরও অরক্ষিত, আরও শ্বাপদসঙ্কুল হয়ে থাকবে। তা কি হতে দেয়া উচিত?

যে নোংরা এবং রুচি বিকৃতির সূত্রপাত ঘটিয়ে গেলেন আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী নামে লোকটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেই ক্লেদ থেকে তখনই বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে যদি এই বর্বর ঘটনার নেপথ্য কথা উদঘাটিত হয় এবং দোষী ব্যক্তিরা শাস্তি পায়। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না- ভিসি এবং প্রক্টরের মতে দুশ্চরিত্ররা বিতাড়িত হয়েছে মাত্র, এখনও করজোড়ে ক্ষমা চায়নি।